ত্যর্থঃ ভক্তিবাসনাসদ্ভাবাদিতিভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলস্বধর্ম্মতঃ কো বার্থ আপ্তঃ।
অভজতামিতি ষষ্ঠী সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ইত্যেষা ॥ ১ ॥ ৫ ॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥ ২৩ ॥

তদেবং ভক্তিরেবাভিধেয়ং বস্তিত্যুক্তম্। তথৈব শ্রীশুকপরীক্ষিৎসংবাদোপক্রমেঽপি —শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ। অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

এইক্ষণে কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠাকেও অনাদর করিয়া একমাত্র হরিভক্তিই উপদেশ করা তোমার কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ত্যক্ত্বা-স্বধর্ম্মং ইত্যাদি শ্লোকে যদি কেহ বলে—স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ভজন করিতে করিতে ভক্তি পরিপাকে অর্থাৎ প্রেম-ভক্তিলাভে যদি কৃতার্থ হয়, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে কোনও চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিচরণে ভক্তি করিতে করিতে অপক্কদশাতেই অর্থাৎ প্রেমলাভের পূর্ব্বেই মরিয়া যায় অথবা অন্য আবেশে ভক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে কিন্তু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য অধর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—সেই ভজন হইতে যদি পতিত হয়, অর্থাৎ কোনও প্রকারে যদি ভ্রষ্ট হয় বা মরিয়া যায়, তাহা হইলেও সেই ভক্তিরসিকের কর্ম্ম অনধিকার জন্য কোন প্রকার আশঙ্কা করা চলে। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধার (দৃঢ় বিশ্বাসের) উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে। ভক্তিসাধনে দৃঢ়বিশ্বাসের উদয় হইলে আর কর্ম্মের অধিকার থাকে না। অতএব সেই কর্ম্মে অনধিকারী শ্রদ্ধালু ভক্তের স্বধর্ম্ম-ত্যাগজনিত অনর্থ উৎপত্তির আশঙ্কা হইতে পারে না। অপক্কাবস্থায় পতনটা অঙ্গীকার করিয়াও কটাক্ষ ভঙ্গীতে বলিতেছেন—সেই ভক্তিরসিকজন পতিত হইয়া কোনও নীচ যোনিতেও যদি গমন করে, তথাপি তাহার কোন অমঙ্গল হয় কি? এইরূপ কাকুক্তিতে তাহার যে কোনও অমঙ্গল হয়ই না, তাহাই সূচনা করিলেন। যেহেতু ভক্তিরসিকজন নীচ যোনিতে প্রবেশ করিলেও তাহার ভক্তি করিবার কামনাটী থাকিয়াই যায়। ভক্তিরসিক ভক্তের পক্ষে নীচযোনি ও উচ্চযোনি দুইই সমান। যেহেতু ভক্তিমার্গে উত্তম বা অধম দেহাদির কোনও অপেক্ষা নাই। যেমন একখানি গিনি লইয়া একটী মুসলমাম ও একটী ব্রাহ্মণ যদি বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের হাতের গিনির যে মূল্য হবে, মুসলমানের হাতের গিনিরও সেই মূল্যই হইবে। ব্রাহ্মণের হাতের গিনি বলিয়া মূল্য বেশী ও মুসলমানের হাতের গিনি বলিয়া মূল্য অল্প হইবে না। তেমনই উচ্চ বা নীচ—যে দেহেই